মেডেল

বাশার ঢাকার ফুলবাড়ী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। সুঠাম আর সু স্বাস্থ্যের অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনায় সাধারণ হলেও ক্রিকেট ও অন্যান্য ইনডোর গেমে অসাধারণ। নিজ স্কুলের ক্রিকেট টিমের হয়ে খেলা ছাড়াও সে ঢাকা এবং বাইরে হায়ারে খেলতে যায়। টাকা ছাড়াও ম্যান অফ দি ম্যাচ হয়ে বেশ কয়েকটি মেডেল সে পেয়েছে। খেলা থেকে পাওয়া সব উপার্জন সে মার হাতে তুলে দেয়। মা সেই টাকা থেকে তার স্কুলের যাবতীয় খরচ মিটিয়ে বাকিটা অন্যান্য কাজে খরচ করে। বাশারের ছোট আরও তিন বোন। বাবা হাসমত আলী কাওরান বাজার আড়তে স্বল্প পুঁজিতে মাছের ব্যবসা করে।

বাশারের অল্প স্বল্প আয় হাসমত আলীর অভাবের সংসারে খুব কাজে লাগে। আগে বাশারের মা পরী বানু গার্মেন্টসে কাজ করতো কিন্তু ছোট মেয়েটি হওয়ার পর আর তা সম্ভব হয় না। লাগাতার হরতাল অবরোধে যখন হাসমত আলীর কাজ বন্ধ থাকে তখন পুরা পরিবার মিলে উপোষ দেয়।

গত শীতে বাশার গিয়েছিল বরিশালের বানারী পাড়ায় একটি স্কুলের হয়ে খেলতে। স্থানীয় চেয়ারম্যান নিজের বাসায় থাকতে দিয়ে তার খুব খাতির আত্তি করেছিল। আসার আগে ওনার স্ত্রী পরিবারের সবার জন্য জামা কাপড় ছাড়াও দুই হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই ভালবাসা বাশার কখনো ভুলতে পারবে না।

আর একবার বাশার গিয়েছিল চাঁদপুর জেলা সংঘের হয়ে খেলতে। সেখানে তার থাকা আর খাওয়া দাওয়ায় খুব কষ্ট হয়েছিল। উপরোন্ত আসার আগের রাতে তার জামা কাপড়ের সাথে অতি প্রিয় খেলার ব্যাটটি চুরি হয়ে যায়। তারপর অনেক চিঠিপত্র আর যোগাযোগ করেও বাশার ব্যাটটি উদ্ধার করতে পারেনি।

ইদানীং ঘন ঘন হরতাল আর অবরোধের কারণে হাসমত আলীর উপার্জন প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে। ট্রাকে করে আড়তে মাছ না আসলে তার ব্যবসা বন্ধ। সে ভেবেই পায় না কিভাবে তার মত আম জনতা পরিবার ও দুগ্ধ পোষ শিশু নিয়ে টানা হরতালে জীবিকা নির্বাহ করবে? হরতালের কারণে এই শীত মৌসুমে খেলাধুলা বন্ধ থাকায় বাশারের উপার্জনও শূন্যের কোঠায়। বেশ কিছুদিন ধরে ছোট বোনটাকে নিয়ে বাশারের মা ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়ে আছে।

বাশার এখন রমনা থানা হাজতে বসে আছে। আজ বৃহস্পতিবার চারদিন লাগাতার হরতালের শেষ দিন। বাবা হাসমত আলী সকালে উঠেই বোনের ঔষধ কেনার জন্য টাকার সন্ধানে বেরিয়েছে। বাশার হাসপাতালে গিয়ে দেখে মা টাকার জন্য ঔষধ কিনতে পারছে না। সে বাসায় ফিরে এসে কাউকে না জানিয়ে তার সবগুলো খেলার মেডেল নিয়ে বিক্রি করতে এলিফেন্ট রোডে চলে যায়। বাবা মা জানলে কেউই তাকে মেডেলগুলো বিক্রি করতে দেবে না। মেডেলগুলো দেখে দোকান মালিকের সন্দেহ হয় চুরির মাল ভেবে। অনেক কাকুতি মিনতির পর দোকানী তার স্কুলের ফোন নম্বর জানতে চায়। কিন্তু হরতাল থাকায় স্কুল থেকে কেউ ফোন ধরে না। বাশারের হেড স্যারের মোবাইল নম্বর জানা নেই। দোকানী রমনা থানায় ফোন করে বাশারকে পুলিশের হাতে সোদর্প করে তার ঈমানী দায়িত্ব শেষ করে। তাকে আরও দুইদিন হাজতে থাকতে হবে কারণ

রবিবারের আগে স্কুল খুলবে না। কিন্তু বাশার ভাবছে সম্পূর্ণ অন্য কথা। তার কিশোর মনে দানা বেধে আছে সমাজের প্রতি ক্ষোভ অভিমান লজ্জা আর কিছু প্রশ্ন?

নাইম আবদুল্লাহ
২৫ /০৩/ ২০১৩